দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 29 JUL 1988
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

011

নিবেদন ইতি

অভাজন

এক বন্ধুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম কোন এক কিণ্ডার গার্টেনের পড়ুয়া তাঁহার সাত বছরের ছেলেটি একগাদা বইয়ের মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছে। ইংরাজী প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, বাংলা প্রথম পত্র, দ্বিতীয় পত্র, অঙ্ক, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি বেশ কয়েকটি বিষয়। আবার ইংরাজীর তিনটি না চারটি আলাদা আলাদা বই। প্রতিদিনের রুটিনে ছয় কি সাতটি ক্লাস। ইহার মধ্যে হাতের লেখা আছে, শ্রুতলিপি আছে, পিটি গান সবই আছে। ছেলেটিকে প্রতিদিন সবগুলি বিষয় পড়িতে হইবে—হোম ওয়ার্ক করিয়া লইয়া যাইতে হইবে আবার কোনদিন বাড়ীর কাজ করিয়া না গেলে ক্লাসের শাস্তির সঙ্গে বাড়তি শাস্তি হইল পুরাতন পড়ার কিংবা লেখার সঙ্গে নূতন পড়া কিংবা লেখার কাজ সম্পন্ন করা। বন্ধুটি বলিলেন, 'আচ্ছা বলতো দেখি কারবার! এতটুকু মাথায় কি এতসব সহ্য হয়? তার ওপর কি যে এক সিস্টেম যে কি বলবো। দমাদ্দম ইংরেজী বই রিডিং পড়িয়ে মুখস্থ করানো হচ্ছে। কোন্‌টার মানে কি, কোনটা কেন হয়, কিভাবে হয় এ সম্পর্কে কোন ধারণা দেওয়ার নামই নেই। এই নাকি আধুনিক সিস্টেম। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্যে স্কুলের অধ্যক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি মৃদু হেসে বললেন, এখন নাকি গ্রামার ট্রামার ব্যাকডেটেড হয়ে গেছে। বাচ্চাকে শিখতে হবে ভাষা, গ্রামার নয়'।

একটু অবাকই লাগিল। এ কোন্‌ ধরনের পদ্ধতি? বাঙ্গালীকে ইংরাজের বাচ্চার মত ইংরাজী শিখাইতে হইবে বিনা গ্রামারেই। একজন ইংরাজের সন্তান ইংরাজী বলে জন্ম হইতেই। তাহার পরিবেশই তাহার শিক্ষক। যেমন একজন বাঙ্গালীর সন্তানের বাংলা বলার ব্যাপারটি। সে যখন কথা বলা শুরু করে তখন সে এই ভাষা পরিবেশের মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। কাজেই তাহাকে সমাস, সন্ধি, কারক, সর্বনাম শিখিয়া তারপর কথা বলিতে হয় না। কিন্তু সেই শিশুকেই যখন বাংলা পড়িতে এবং জানিতে হয় তখন তাহাকে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে শুরু করিয়া ব্যাকরণের বিভিন্ন অধ্যায় শিখিতে হয়। কিন্তু একজন ইংরাজকে বাংলা শিখাইতে গেলে তাহার ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। জানি না আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তকরা ইহাকে কিভাবে দেখিতেছেন। অনেকটা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িবার মত ইংরাজী বাক্যাংশ মুখস্থ করাইয়া শিশুকে বিভ্রান্ত করা হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতির' একাংশ উদ্ধৃত করা যায়। ঐ অংশে তিনি আপন স্মৃতিকথা হইতে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থহীন শিক্ষা শিশুমনের উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলে সেই কাহিনী।

"......ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বোধকরি বেশীদিন ছিলাম না। তাহার পরে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হইলাম। তখন বয়স অত্যন্ত অল্প। একটা কথা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের সুরে কী সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে, নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই চেষ্টা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলি ছিল ইংরাজী, তাহার সুরও তথৈবচ—আমরা যে কী মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কী অনুষ্ঠান করিতেছি তাহা কিছুই বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একঘেয়ে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে সুখকর ছিল না। অথচ স্কুলের কর্তৃপক্ষরা তখনকার কোনো-একটা থিয়োরি অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তাঁহারা ছেলেদের আনন্দবিধান করিতেছেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে তাকাইয়া তাহার ফলাফল বিচার করা সম্পূর্ণ বাহুল্য বোধ করিতেন। যেন তাহাদের থিয়োরি-অনুসারে আনন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্তব্য, না পাওয়া তাহাদের অপরাধ। এই জন্য যে ইংরেজী বই হইতে তাহারা থিয়োরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা হইতে আস্ত ইংরেজী গানটা তুলিয়া তাঁহারা আরাম বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের মুখে সেই ইংরেজীটা কী ভাষায় পরিণত হইয়াছিল তাহার আলোচনা শব্দতত্ত্ববিদগণের পক্ষে নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—

'কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং মেলালিং মেলালিং।'

অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি—কিন্তু 'কলোকী' কথাটা যে কিসের রূপান্তর তাহা আজও ভাবিয়া পাই নাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হয়—'Full of glee singing merrily merrily merrily,'

অর্থাৎ সেই রবীন্দ্রনাথের শিশুকালেও এই ধরনের থিওরির প্রবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করানো হইয়াছিল। কিন্তু উহা দ্বারা শিশুরা যে উপকৃত হইতে পারে নাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই উহা কাগজে-কলমে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তবু কেন শতাব্দীকালেরও অধিক সময় ধরিয়া এই একই ভূতের আছর হইতেছে কিছুসংখ্যক শিক্ষা গবেষকের ঘাড়ে জানি না, কিন্তু এইটুকু অনুভব করি যে, ইহা দ্বারা এমন একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর উদ্ভব হইতেছে যাহারা স্কুলের বইয়ের বাহিরে প্রসারিত হইতে পারে না।

আজ কি হইতেছে? বই-এর স্তূপ, পড়ার চাপ, কড়াকড়ি ইত্যাদির ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইতেছে শৈশব আর উচ্চ শ্রেণীতে উঠিবার পর পড়ার বাঁধন যাইতেছে আলগা হইয়া। ইহার ফলে শিশুর মনে জন্মলাভ করিতেছে পাঠভীতি কিংবা পাঠ্যপুস্তক বা নোটবই-নির্ভরতা। কী এক আশ্চর্য উল্টা নিয়মের গর্তে আমরা পড়িয়া গেলাম? ইংরাজীর কথা বলিতেছিলাম সেখানেই ফিরিয়া যাই। মনে আছে আমাদের অল্প বয়সে এ বি সি ডি শেখার পর উচ্চারণ ঠিক করার জন্য বিএ বে, বিই বি, বিআই বাই ইত্যাদি শিখিতে হইয়াছে। তারপর গ্রামারের জগতে ধীরে ধীরে পা রাখা এবং সেইসঙ্গে একটু একটু করিয়া শব্দ শিক্ষা, বাক্য গঠন শিক্ষা। বাক্য শুদ্ধ করার জন্য যে সমস্ত জিনিসের প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী সেগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান, তারপর ট্রানশ্লেসন এইভাবে অগ্রসর হইতাম। ইহার ফলে যে আমার ইংরাজী জ্ঞানের সমৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহা বলি না তবে আমাকে বাদ দিয়া আমাদের সময়কার ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজী জ্ঞানের ভাণ্ডারটি খুববেশী দৈন্য ছিল না, একথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

এখন কতকগুলি জিনিস দেখিলে ভয় লাগে। মনে হয় আমাদের পরীক্ষকরা তাঁহাদের ঔদার্যকে কোন্‌ স্তরে লইয়া যাইবেন? প্রতি বৎসর পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর বাড়িতে বাড়িতে এমন অবস্থা হইয়াছে যে, হয়তো আর কয়েক বছরের মধ্যে প্রথম হইতে হইলে সকল বিষয়েই, গড়ে শতকরা একশত দশ ভাগ নম্বর পাইতে হইবে। ওভার মার্কিং-এর প্রবণতা মেধার বিচার সমতাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। প্রত্যেক বছর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি যেমন হয় তেমনি হারে যদি পরীক্ষার মার্কিংও বাড়িতে থাকে তাহা হইলে নম্বরের শেষসীমা কোথায় গিয়া পৌছাইবে? আজকাল দেখা যায় একজন ষ্টার পাওয়া ছাত্র কিম্বা ছাত্রী উচ্চশিক্ষার প্রার্থিত স্থানে যোগ্যতা প্রমাণে ব্যর্থ হইতেছে। আরও দুর্ভাগ্যের কথা আমাদের পূর্ব প্রজন্মের যে সমস্ত ব্যক্তি এখন জীবিত আছেন তাঁহারা এখনকার ষ্টার মার্কধারী ছাত্র-ছাত্রীদের ইংরাজী ভাষা হইতে শুরু করিয়া অন্যান্য জ্ঞানের পরিধি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়েন। এতকিছুর পরেও কি শিক্ষা লইয়া এইসব গবেষণার শেষ হইবে না?